দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১১ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

C17

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রবণতা বন্ধ প্রসংগে

গত ৩০ জুন দৈনিক ইনকিলাবে মতামতের কলামে "নকল প্রবণতা বন্ধ" শীর্ষক মতামতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত মতামতে রেবেকা, মিনতি ও অঞ্জনা নকল প্রবণতার জন্যে একমাত্র শিক্ষক সম্প্রদায়কে যে দায়ী করেছেন। তার সাথে একমত হতে পারছি না। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। তা তিনি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষক হোন না কেন। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা তদুপরি রয়েছে শিক্ষকদের নিরাপত্তাহীনতা। আর সেখানে, নকল প্রবণতার জন্যে, শুধুমাত্র শিক্ষকদের দোষারোপ করা যায় না। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষকদের প্রতি তোয়াজ, চাপ প্রয়োগ ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। আর শিক্ষক তা মেনে নিতে না পারলে ক্ষেত্র বিশেষে আসে তাঁর প্রতি হামলা। আপনারা কি একথা অস্বীকার করতে পারবেন? নকল বন্ধের জন্যে শিক্ষকদের যদিও দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় দায়িত্ব রয়েছে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যারা উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ। আর যতদিন এই নৈতিক মূল্যবোধ ফিরে না আসবে, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না, ততদিন নকল প্রবণতা চলতেই থাকবে। আর এই নকল প্রবণতার জন্যে শুধুমাত্র শিক্ষকদের দায়ী করার অর্থ শিক্ষকদের প্রতি অবমাননা, তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা ও মিথ্যার বেসাতি ছড়ানো মাত্র। কাজেই সর্বোপরি আমরা বলতে চাই যে, নকল প্রবণতার জন্যে সবদিক বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের দায়ী করা ঠিক নয়।

— আনিসুর রহমান (সানু),
রুহুল আলম ছালাম,
২৬৯, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২।